Bat *Ficus benghalensis* L. Moraceae

The English name Banyan tree was given by the Britishers as the Banias or the Hindu merchandisers used to assemble under this tree. The banyan tree considered sacred by Hindu deities including Vishnu, Brahma, Kali, Lakshmi, and Kubera as it represents 'Lord Shiva', also this tree symbolizes the creator 'Brahma' due to its longevity and with 'Yama', the 'God of death 'for not letting even a blade of grass grow under it. In Matsya purana it is referred to as "Kalpa Vriksha or Wish fulfilling tree" as it represents eternal life for its special roots that props out from its branches supporting its expanding canopy, reflecting the Sanskrit name 'Bahu pada', meaning 'one with many feet'. In the 'Bhagavad Gita' Krishna uses the banyan tree as a symbol to describe the true meaning of life to the warrior hero 'Arjuna' as well as it is highly regarded in Buddhism for Gautam Buddha, who sat under this tree for seven days after attaining enlightenment to absorb his new-found realizations. The wedded women during the Jyeshta Poornima, fast and circles the banyan tree supplicating their husbands' long life. This tree metaphorically gets compared with a hermit who cannot raise a family or support a household and only has spiritual aspirations as commonly seen under the banyan tree are hermits who have left their materials aspects of lives in search of spiritual aspirations. The greatest of hermits, Shiva is represented as a stone called Lingam under the shade of the banyan tree. However, it is considered unlucky to sit under it at night for the belief that banyan tree provides shelter to supernatural beings, which is perhaps the reason why this tree is often found in isolated and secluded areas.

বটের ইংরেজি নাম 'ব্যানিয়ান ট্রি' ব্রিটিশরা দিয়েছিল, কারণ বানিয়া বা হিন্দু বণিকেরা এই গাছের নিচে জড়ো হতেন। বটগাছকে হিন্দু দেবতা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কালী, লক্ষ্মী ও কুবেরের কাছে পবিত্র বলে মনে করা হয়, কারণ এটি 'শিব'কে প্রতিনিধিত্ব করে। পাশাপাশি এই বৃক্ষটির দীর্ঘায়ুর জন্য এটির স্রষ্টা 'ব্রহ্মা'র প্রতীক। এই গাছের নিচে একটিও ঘাস জন্মাতে দেখা যেটিয় না, সেই কারণে মৃত্যুর দেবতা 'যম'-এটির সঙ্গেও এই গাছটি সম্পর্কিত। 'মৎস্য পুরাণে' বটগাছকে "কল্পবৃক্ষ" বা ইচ্ছাপূরণের গাছ বলা হয়েছে, কারণ এটির বিশেষ শিকড় বা স্তম্ভ মূল শাখা থেকে ঝুলে নেমে এসে বিস্তৃত শাখাপ্রশাখার ভার বহন করে, যেটি এটির সংস্কৃত নাম 'বহুপদ' কে প্রতিফলিত করে। ভগবত গীতা অনুযেটিয়ী কৃষ্ণ বটগাছকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে অর্জুনকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বোঝান। বৌদ্ধ ধর্মেও এটি উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত, কারণ গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান লাভের পর নতুন উপলব্ধি আত্মস্থ করতে সাত দিন বটগাছের নিচে বসেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাযর দিন বিবাহিতা নারীরা উপবাসে থেকে বটগাছ প্রদক্ষিণ করেন ও স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এই গাছকে প্রায়শই একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, যিনি সংসার বা পার্থিব দায়িত্ব ত্যাগ করে কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় মন দেন, যেমন বটগাছের নিচে জগৎ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রায়ই দেখা যেটিয় । সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবকে প্রায়শই বটগাছের ছায়ায় 'লিঙ্গম' রূপে প্রতীকায়িত করা হয়। তবে রাতে এই গাছের নিচে বসা অশুভ মনে করা হয়, কারণ বিশ্বাস করা হয় বটগাছ অলৌকিক সত্ত্বাদের আশ্রয় দেয়। সম্ভবত নির্জন ও একান্ত স্থানে বেড়ে ওঠার একটি কারণ।